পূর্ব পুরুষের সন্ধানে

▣ দীপঙ্কর গুপ্ত

আক্ষরিক অর্থে প্রাইমেট মানে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী গোষ্ঠী। যা স্তন্যপায়ী শ্রেণীর একটি বর্গ। যার অন্তর্গত প্রভৃতি প্রাণীরা হল - লিমার, লরিস প্রভৃতি প্রাণী থেকে আরম্ভ করে বানর, বনমানুষ বা এপ রয়েছে। এমনকি বিজ্ঞানীরা মানুষকেও এই বর্গে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

এখন দেখা যাক এপ ও মানুষের মধ্যে কি কি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

বিজ্ঞানী ওয়েনের মতে মানুষের মস্তিষ্কের গঠন অদ্বিতীয়, কেননা মানুষের মস্তিষ্কে হিপোক্যাম্পাস নামে একটি অংশ রয়েছে যা বনমানুষ বা এপদের নেই। কিন্তু এই ধারণাকে অস্বীকার করে বিজ্ঞানী হাক্সলে প্রমান করেন যে হিপোক্যাম্পাস এপদেরও আছে। পরবর্তী সময়ে অধ্যাপক স্টার্ক দেখিয়েছেন যে, এপ ও মানুষের মস্তিষ্কের পার্থক্য মূলত গুণগত নয়, তা পরিমাণগত।

দ্বিতীয়ত, গঠনগত পার্থক্য ছাড়াও মনে করা হত যে, এপ-রা মানুষের মত সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারে না, তাদের বোধশক্তি সীমাবদ্ধ আর তারা মানুষের মতন কথা বলতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞানী জেন গুডল দেখেছেন যে, গোম্বে-তে বন্য শিম্পাজীরা সরঞ্জাম ব্যবহার করে। গার্ডনার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রতীকের সাহায্যে বা কোনো কাজের সাহায্যে শিম্পাজীর সঙ্গে মত বিনিময় করতে সক্ষম হয়েছেন। এইসব পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, শিম্পাজী অচেনা জিনিসের নাম জানতে চায় বা অজানা পরিস্থিতিতে নিজের প্রতিক্রিয়া জানায়। গার্ডনারদের শিম্পাজী মাত্র দশ সপ্তাহ বয়সে চারটি কথা বলতে পারত - এসো, যাও, আরো, জল। কোনো মানব শিশু তা পারে কি ? তবে কোন সুবাদে বলা যাবে যে এপ-দের বোধশক্তি সীমাবদ্ধ ? অবশ্যই এপ-রা মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে না, কিন্তু সেটা মস্তিষ্কের গঠনের জন্য না গলার স্বরতন্ত্রীর গঠনের জন্য সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আজও নিশ্চিত নন।

তৃতীয়ত ও সর্বশেষ জৈবরাসায়নিক বা জেনেটিক পার্থক্য। শিম্পাজী ও মানুষ দুটি প্রজাতি, দুটি গণ, এমনকি দুটি গোত্র, কিন্তু তাদের মধ্যে জৈব রাসায়নিক পার্থক্য খুবই কম। সারিখ, ক্রোনিন, উইলসন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেন যে, বেশ কয়েক ধরণের প্রোটিনের ক্ষেত্রে মানুষ আর শিম্পাজীর অ্যামিনো অ্যাসিড শৃঙ্খলের গঠন একেবারে এক। যেমন মানুষ আর শিম্পাজীর ফাইব্রিনোপেপটাইড একেবারে এক। হিমোগ্লোবিন ও মায়োগ্লোবিনের ক্ষেত্রেও প্রায় পার্থক্য নেই বললেই চলে।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটি স্পষ্ট যে, প্রাইমেটদের মধ্যে গঠনগত ও জৈব

রাসায়নিক ক্ষেত্রে মিল যথেষ্ট। কিন্তু তার মধ্যে ক্যাটারাইন বানর, এপ আর মানুষের সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ট। আবার ক্যাটারাইন বানর আর এপদের পার্থক্য তুলনামূলকভাবে এপ ও মানুষের পার্থক্যের তুলনায় অনেক বেশী। বিশেষ করে, মানুষ ও আফ্রিকার এপ গোষ্ঠী সবচেয়ে ঘনিষ্ট। তার মধ্যে মানুষ ও শিম্পাজী ঘনিষ্ঠতম।

তার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, মানুষ আর আফ্রিকান এপ বিশেষত শিম্পাজীর গঠন হুবহু একরকম। তাদের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথমত - এপদের হাতের তুলনায় পা ছোট যা মানুষের ঠিক বিপরীত। দ্বিতীয়ত - এপদের পা শ্রেণীচক্রের গঠন অন্যরকম, কারণ তারা মানুষের মতন খাড়া দুপায়ে হাঁটে না। তৃতীয়ত - এপদের আঙ্গুল অনেক লম্বা। চতুর্থত - এপদের কেবল হাতের নয়, পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ও বৃক্ষচারী হবার ক্ষেত্রে সহায়ক। পঞ্চমত - এপদের মুখ তুলনায় ছুঁচালো আর চোখের উপরে কপালে খাঁজ আছে। সবশেষে 'এপ'দের মস্তিষ্ক তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট আর অপরিণত।

মাটির তলা থেকে নুড়ি পাথর ও বিশেষভাবে গঠিত কুড়ালের ফলা ইত্যাদির অস্তিত্বের কথা মানুষের জানা ছিল অনেকদিন থেকেই। কিন্তু সেগুলি কতদিনের পুরানো ? এগুলি তৈরী করেছিল কে ? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সে সময়ে সম্ভবও ছিল না। তৎকালীন বড় প্রশ্ন ছিল এগুলি যদি প্রস্তর যুগের আদিম মানুষের ব্যবহৃত অস্ত্র বা সরঞ্জাম হয়, তবে সেই আদিম মানুষের দেহাবশেষ কোথায় গেল ? গত ১৫০ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছেন নানাভাবে।

[তথ্য সংগৃহীত : "জীব বিবর্তনের ইতিহাস"- প্রসাদ রঞ্জন রায় ও আনন্দ ঘোষ হাজর]

Nirman Tripura Const. & Consultancy (NTCC)
Dharmanagar, North Tripura
(A Govt. Registered Firm)
ntccdmr@gmail.com
Mriganka Bhattacharjee (Civil)
Swapan Dhar (Civil)
Utpal Nath (Civil)
Arindam Sarkar (Arch)
9863372497, 8974949728, 8974757860